ইইউ লন্ডনার্স হাব (লন্ডনে বসবাসরত ইইউ নাগরিকদের কেন্দ্রস্থল)

মেয়র সাদিক খান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আমাদের এই অসাধারণ শহর লন্ডনে বসবাসরত ইইউ (EU) নাগরিকদের জন্যও স্থান রয়েছে এবং তারা এখানে স্বাগত।

ব্রেক্সিট (Brexit) পরবর্তী সময়ে ইইউ -এর নাগরিকরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যাতে করে লন্ডনে বসবাস করা সম্পর্কিত সকল তথ্য পান, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই আমরা এই কেন্দ্রস্থল (হাব) তৈরী করেছি। আপনাদেরকে স্পষ্ট ও নিরপেক্ষ তথ্য প্রদান করার জন্য, এবং প্রয়োজন হলে আপনাদেরকে আরো সহায়তা ও পরামর্শ প্রাপ্তির উপায় দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা কয়েকটি রিসোর্স বিভাগ চালু করেছি। এই পৃষ্ঠাটি আপডেট করা অব্যাহত থাকবে।

লন্ডনে বসবাসরত ইইউ নাগরিকদের আপডেটের জন্য আমাকে সাইন আপ করুন

#LondonIsOpen

ব্রেক্সিট: লন্ডনে বসবাসরত ইইউ অধিবাসীদের জন্য সেটি কী তাৎপর্য বহন করে

২০১৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে যুক্তরাজ্যের জনগণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ত্যাগের পক্ষে ভোট দেন। এই সিদ্ধান্ত ও আপনার উপর সেটির প্রভাব সম্পর্কে আপনার মনে আসা কিছু প্রশ্নের উত্তর নিচে দেওয়া হলো।

ব্রেক্সিট কী?

২০১৬ সালের ২৩শে জুন তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফল অনুসারে যুক্তরাজ্যের ইইউ (EU) ত্যাগের প্রক্রিয়ার প্রচলিত নামই হচ্ছে ব্রেক্সিট।

২০১৭ সালের মার্চে প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে যুক্তরাজ্যের ইইউ ত্যাগের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করে ইইউ-কে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন, যা অনুচ্ছেদ ৫০-এর বিজ্ঞপ্তি নামে পরিচিত। তার মাধ্যমে দুই বছরের একটি দর কষাকষি প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে, যেটিতে যুক্তরাজ্য কোন কোন শর্তাবলীর অধীনে ইইউ ত্যাগ করবে এবং ভবিষ্যতে ইইউ-এর সাথে তার সম্পর্ক কেমন হবে; সে বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানোর কথা।

যুক্তরাজ্য ১৯৭৩ সাল থেকেই ইইউ-এর সদস্য। এর অর্থ হচ্ছে যুক্তরাজ্য ইইউ ছেড়ে দিলে সেটির সদস্যপদের অংশ হিসেবে বর্তমানে চালু থাকা অনেক কাঠামো, ব্যবস্থা ও চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়বে। সেগুলোর পরিবর্তে আসবে নতুন কাঠামো, ব্যবস্থা ও চুক্তি; যেগুলো হবে যুক্তরাজ্যের আইনের অধীনে, ইইউ-এর আইনের অধীনে নয়।

লন্ডনে বসবাসরত ইউরোপের অধিবাসীদের উপর ব্রেক্সিটের প্রভাব কীরূপ হবে?

সকল প্রেক্ষাপট বা জাতীয়তার লন্ডনের বাসিন্দারা সহনশীল ও করিৎকর্মা, তারা পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য রাখেন এবং নতুন সুযোগকে বরণ করে নেন। কিন্তু সব ধরনের পরিবর্তনই সহজে গ্রহণযোগ্য ও কাম্য নয়, এমনকি সেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও থাকে না। ব্রেক্সিট সম্পর্কে আপনার ভাবনা যা-ই হোক না কেন, সেটি সকলের জীবনেই উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলবে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)-এর অন্তর্ভুক্ত বাকি ২৭টি দেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিসহ ইইউ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; নরওয়ে, লিখথেনস্টাইন ও আইসল্যান্ড (যেগুলো ইইএ (EEA) অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ হিসেবেও পরিচিত) এবং সুইজারল্যান্ডের মত দেশগুলোর বাসিন্দাসহ অবস্থান পরিবর্তনের স্বাধীনতার অধিকারের আওতায় এখানে স্থায়ী হওয়া তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। ইউকে ইইউ ত্যাগ করলে অবস্থান পরিবর্তন করার স্বাধীনতার অধীনে যুক্তরাজ্য -তে বসবাসরত ইউরোপীয় অধিবাসীদেরকে নিজেদের বসবাসের অবস্থা (রেসিডেন্স স্ট্যাটাস) পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হবে। এই বাসিন্দাদের এই দেশে বসবাস ও কাজ করা অব্যাহত রাখার

অনুমোদন দিতে নতুন স্ট্যাটাস প্রদানের বিষয়টিতে ইউকে সরকার ইইউ-এর সাথে একমত হয়েছে। এই নতুন রেসিডেন্স স্ট্যাটাসকে বলা হবে সেটলড স্ট্যাটাস।

আপনি যদি ইইউ, ইইএ অথবা সুইস নাগরিক হিসেবে যুক্তরাজ্যে বাস করেন, তাহলে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্যে ইউকে সরকারের হোম অফিস কর্তৃক ব্যবস্থাপিত হওয়া একটি প্রক্রিয়া অনুসারে আপনাকে আবেদন করতে হবে। আপনি নিজে ইইউ, ইইএ অথবা সুইস নাগরিক না হয়ে থাকলেও, যদি আপনার পরিবারের কোনো সদস্য যদি তা হয়ে থাকেন; তাহলে তা আপনার জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে।

এই প্রক্রিয়াটির উপরে লন্ডনের মেয়রের কোনো ধরনের আইনি কর্তৃত্ব নেই, কেননা সেটি থেকে অব্যাহতি প্রদানের এখতিয়ার কেবল যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় সরকারের; তবে ইইউ, ইইএ এবং সুইজারল্যান্ড হতে আসা লন্ডনের অধিবাসীসহ তাদের পরিবারের সদস্যরাও যাতে আমাদের কমিউনিটির সদস্য হিসেবে থেকে যেতে পারেন এবং সম্পূর্ণভাবে সেটির জন্য অবদান রাখতে পারেন, তিনি সেটিই নিশ্চিত করার অভিপ্রায় রাখেন।

এই দিকনির্দেশনা প্রদানকারী পৃষ্ঠাগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আপনাকে স্পষ্ট ও নিরপেক্ষ তথ্যে অ্যাক্সেস প্রদান করা এবং প্রয়োজন হলে আরো সহায়তা ও পরামর্শের জন্য আপনাকে বিভিন্ন উৎস খুঁজে নেওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এই পৃষ্ঠাগুলোতে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়নি এবং তেমনটি করার সামর্থ্য জিএলএ (GLA) রাখে না।

ভবিষ্যতে ইইউ এবং ইউকে-এর মধ্যেকার সম্পর্ক কীরূপ হবে?

এই সম্পর্কিত অধিকাংশ বিষয়ের উপরেই এখনো মতৈক্যে পৌঁছানো বাকি রয়েছে এবং কোনো চুক্তি ছাড়াই অথবা ‘লেনদেন ব্যতীত’ ইইউ ত্যাগের সম্ভাবনাসহ একাধিক সম্ভাব্য ঘটনাচিত্র নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে গণমাধ্যমে আলোচনা চলছে। ইইউ-এর সাথে চুক্তির অধীনে ইইউ-এর নিয়মাবলী ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের উপর সেটির প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। নিচে আমাদের একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রয়েছে, যেখানে কোনো লেনদেন না করার বিষয়টি সত্যি হয়ে উঠলে ঘটনাচিত্র সেটি থেকে আলাদা হতে পারে।

তবে ইউকে ও ইইউ জানিয়েছে যে, তারা এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াটা এড়িয়ে যেতে চায় এবং তাদের মতে, যাকিছু ঘটুক না কেন, ইউকে -তে বসবাসরত ইইউ-এর নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টিই আগে বিবেচনা করা হবে। সেটলড স্ট্যাটাস ব্যবস্থা কার্যকর করাটাই ইউকে সরকারের অভিপ্রায়, তা দর কষাকষির ফলাফল যেমনই হোক না কেন।

২১শে জুন, ২০১৮-তে প্রকাশিত‘অভিপ্রায়ের বিবৃতি (‘Statement of Intent’) -তে ইউকে সরকার জানাচ্ছে যে:

“ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)-এর সাথে চলমান দর কষাকষিতে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিতকরণই সবসময় আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে। আমরা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি এবং ইউকে -তে বসবাসরত ইইউ-এর নাগরিকদের এবং ইইউ-তে বসবাসরত ইউকে -এর নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করে ইইউ-এর সাথে মতৈক্যে পৌঁছেছি। নিজের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইউকে -তে বসবাসরত ইইউ-এর নাগরিকরা এখন কাজ, শিক্ষা, সুবিধা ও নাগরিক সেবায় যে মাত্রায় অ্যাক্সেস পাচ্ছেন, সেটি বহাল রেখে এখানে বসবাস করা অব্যাহত রাখতে ও নিজেদের স্বাভাবিক জীবন বজায় রাখতে পারবেন। তাদের পরিবারের যেসব ঘনিষ্ঠ সদস্য বর্তমানে বাইরের দেশে বসবাস করছেন, ভবিষ্যতে তারাও এখানে নিজ পরিবারের সাথে যুক্ত হতে পারবেন।”

ইউকে -এর ইইউ ত্যাগের অংশ হিসেবে ইউকে সরকার একটি চুক্তি নিয়ে দর কষাকষি করেছে, যেটিতে ইউকে -এর নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া সম্পর্কিত শর্তাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এটিকে সদস্যপদ প্রত্যাহারের চুক্তি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ইইউ এবং যুক্তরাজ্য সরকারের মধ্যে সেটি চূড়ান্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি ইইউ-এর অধীনে মুক্ত স্থানান্তরের ফলে লাভবান হয়েছেন, ইউকে ইইউ ত্যাগ করলে কীভাবে তারা সুরক্ষিত হবেন; সে সম্পর্কে বিস্তারিত এই চুক্তিতে উল্লেখিত রয়েছে। তবে এই সদস্যপদ প্রত্যাহারের চুক্তিটির পক্ষে অবশ্যই ইউকে সংসদের অনুমোদন পেতে হবে এবং ২০১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি হতে ২৯শে মার্চ সময়সীমার মধ্যে হওয়া একাধিক ভোটাভুটিতে হাউজ অফ কমনস কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয়। রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মধ্যেকার সীমানা সম্পর্কিত ব্যবস্থাসহ একাধিক বিষয়বস্তু রয়েছে, যেগুলো নিয়ে হাউজের উভয় পক্ষের এমপিগণ একমত হতে পারেননি।

বিষয়টিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ঐক্যমত্যে আসা এবং সদস্যপদ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াটির পক্ষে হাউজ অফ কমনসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সময় প্রদান করার জন্য ইউকে সরকার ইইউ-এর সাথে সময় বৃদ্ধির বিষয়ে একমত হয়।

তিনি সেভাবে করতে ব্যর্থ হন এবং ২০১৯ সালের ৭ জুন পদত্যাগ করেন। কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যরা বরিস জনসনকে তার উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচিত করেন। তিনি চুক্তির বিষয় নিয়ে বিশেষ করে আয়ারল্যান্ডের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তের ব্যাপারে পুনরায় আলোচনা করেন কিন্তু হাউস অব কমন্সের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। কোন চুক্তি ছাড়া ব্রিটেনকে ইউ ত্যাগ থেকে বিরত রাখা সংক্রান্ত একটি সংশোধনী হাউসে পাশ হওয়ার পর একটি সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়।

২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বরে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যে নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, ৩১/০১/২০২০ তারিখের সময় সীমার আগে, হাউস অব পার্লামেন্টে প্রত্যাহার চুক্তি পাশ হয় এবং যা ইইউ পার্লামেন্টেরও অনুমোদন লাভ করে।

অতঃপর ব্রিটেনের ইইউ ত্যাগের জন্য ৩১/০১/২০২০ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের শেষ তারিখ অথবা ইইউ নিষ্পত্তি প্রকল্পে দরখাস্ত করার উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি, যা যথাক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ ও ৩০ জুন ২০২১ একই থাকে।

লন্ডনে বসবাসরত ইইউ-এর নাগরিকদের ক্ষেত্রে এটি কী তাৎপর্য বহন করে?

এটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ইউকে ইইউ ত্যাগ করার পরেও আপনি এখনকার মতই লন্ডনে বসবাস করা অব্যাহত রাখতে এবং নিজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে পারবেন। আপনার বর্তমান রেসিডেন্স স্ট্যাটাস সুরক্ষিত থাকবে এবং আপনি এখনকার মতই কাজ করা চালিয়ে যেতে পারবেন এবং পরিষেবা ও স্বাস্থ্য সেবায় অ্যাক্সেস পাবেন। তবে আপনাকে নতুন একটি রেসিডেন্স স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে, যেটির মাধ্যমে আপনি যে ইউকে -তে বসবাস করে আসছেন এবং সেটি করার অধিকার রাখেন, তা নিশ্চিত হবে। এটিকে বলা হবে সেটলড স্ট্যাটাস বা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস।

নরওয়ে, লিখথেনস্টাইন এবং আইসল্যান্ডের মত ইইএ ভুক্ত দেশগুলোর অথবা সুইজারল্যান্ডের নাগরিকদের জন্য বিষয়টি কেমন হবে?

নরওয়ে, লিখথেনস্টাইন এবং আইসল্যান্ডের মত অন্যান্য ইইএ-ভুক্ত দেশগুলোসহ সুইজারল্যান্ডের নাগরিকদের অধিকার ইউকে সরকার এবং এই দেশগুলোর সরকারের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে হওয়া চুক্তির মাধ্যমে সম্মতি পেয়েছে। ইইএ-ভুক্ত দেশগুলো ও সুইজারল্যান্ডের নাগরিকেরা ইইউ২৭-ভুক্ত দেশগুলোর নাগরিকদের মত একই অধিকার পাবেন এবং তারা সেটলড স্ট্যাটাস ও প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

সেটলড স্ট্যাটাস ও প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস বলতে কী বুঝানো হচ্ছে?

চলাচলের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া ইইউ-এর নিয়মগুলো ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের পরে আর ইউকে -এর জন্য প্রযোজ্য হবে না; তাই ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ সালের পরেও যে সকল ইইউ, ইইএ ও সুইস নাগরিকে বৈধভাবে ইউকে -তে নিজ পরিবারের সদস্য সমেত থেকে যেতে চাইবেন, তাদের জন্য নতুন রেসিডেন্স স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করাটা ইউকে সরকারের পক্ষ হতে আবশ্যক বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। এটিকে বলা হয় সেটলড স্ট্যাটাস এবং এটি অনুমোদিত আবেদনকারীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য থেকে যাওয়ার সুযোগ (ইন্ডিফিনিট লীভ টু রিমেইন) করে দেয়।

ইউকে সরকার ও হোম অফিস জানিয়েছে যে, আবেদনকারীদের অধিকাংশের আবেদনই মঞ্জুর করা হবে বলে তারা আশা রাখে; যেখানে কেবলমাত্র গুরুতর অপরাধের সাজা সম্পর্কিত খুবই কম সংখ্যক কিছু ক্ষেত্রে সেটির ব্যত্যয় ঘটতে পারে। সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হলে আপনাকে একটানা পাঁচ বছর (বিরতিহীনভাবে) ইউকে -তে বসবাস করার পক্ষে প্রমাণ দেখাতে হবে। আপনি সেটি দেখাতে না পারলে, সেক্ষেত্রে আপনি ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে বা তার পূর্বে ইউকে -তে এসে থাকলে আপনাকে প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস প্রদান করা হতে পারে। প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে আপনি সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হতে পারে, যেমন স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ (পিআর - PR)-প্রাপ্তরা অথবা যারা অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার সুযোগ পেয়েছেন; যা নিচের ‘কী হবে যদি আমি ইতোমধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসের অথবা প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে থাকি’ অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আপনাকে কেন সেটলড স্ট্যাটাস অথবা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাসের জন্য আবেদন করতে হবে?

সেটলড স্ট্যাটাসের মাধ্যমে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পরে আবেদন জমাদানের জন্য প্রদান করা ছয় মাসের অতিরিক্ত সময়কাল শেষে ৩০শে জুন, ২০২১ সালের পরে আপনার ইউকে -তে বসবাস করার অধিকার নিশ্চিত হয়। যদি আপনি ইইউ-এর নাগরিক হয়ে থাকেন এবং আপনি ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০-এর পরেও ইউকে -তে বসবাস ও কাজ করা অব্যাহত রেখে এখানকার সুবিধা, নাগরিক পরিষেবা ও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার অধিকার ও বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সুযোগগুলোতে আগের মতই অ্যাক্সেস পেতে চান; তাহলে আপনাকে এই নতুন স্ট্যাটাসটি গ্রহণ করতে হবে। যদি আপনি ইইউ–এর বা নরওয়ে, লিখথেনস্টাইন-এর মত ইইএ–ভুক্ত কোনো দেশের নাগরিক অথবা আইসল্যান্ড বা সুইজারল্যান্ডের কোনো নাগরিকের পরিবারের সদস্য হয়ে থাকেন, তাহলে এটি

আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এবং আপনাকেও সেটির জন্য আবেদন করতে হবে, এমনকি যদি আপনি নিজে এই দেশগুলোর কোনোটির নাগরিক না-ও হয়ে থাকেন।

এই আবেদন করা কার প্রয়োজন?

যদি আপনি ও আপনার পরিবারের সদস্যরা ইইউ, ইইএ অথবা সুইস নাগরিক হয়ে থাকেন এবং ইউকে -তে বসবাসরত থাকেন, তাহলে আপনাদের সকলকেই আবেদন করতে হবে। যার মধ্যে পরিবারের ইইউ, ইইএ অথবা সুইস নাগরিক কোনো সদস্যের উপর যাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের নির্ভরশীল, এমন অন্য দেশগুলোর নাগরিকরাও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

এটি আইরিশ নাগরিক অথবা ইইউ, ইইএ অথবা সুইস নাগরিক, যাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসের অনুমতি (আইএলআর-ILR) অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য ইউকে -তে প্রবেশের অনুমতি (আইএলই-ILE) রয়েছে, তবুও আবেদন করতে আগ্রহী, এমন সব আইরিশ নাগরিক অথবা ইইউ, ইইএ অথবা সুইস নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্স (পিআর) দলিল সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সেটি প্রদান করে সেটলড স্ট্যাটাসের দলিল গ্রহণ করতে হবে, কেননা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ এর পরে তা অকার্যকর হয়ে যাবে। এই সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে পারবেন উপযুক্ততা অনুচ্ছেদ হতে।

হোম অফিস জানিয়েছে যে, যদি আপনি ইইউ, ইইএ অথবা সুইস কোন দেশের নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি ব্রিটিশ নাগরিকও হয়ে থাকেন, যেটিকে দ্বৈত নাগরিকত্ব (Dual Nationality) বলা হয়ে থাকে; তাহলে আপনাকে সেটলড স্ট্যাটাসের জন্য আবেদন করতে হবে না, যদিও সদস্যপদ প্রত্যাহারের চুক্তির অধীনে সুরক্ষিত থাকা কিছু কিছু অধিকার এখনো আপনার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। আপনার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরা যুক্তরাজ্যে এসে আপনার সাথে থাকতে পারবেন এবং লউন্স ডুয়েল ন্যাশনাল (Lounes dual nationals) নামে পরিচিত ব্যবস্থার অধীনে থাকা পরিবারের সদস্যরাও এই ব্যবস্থায় আবেদন করতে পারবেন। প্রচারণায় লিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো এই বিষয়টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যাচ্ছে এবং কোনো ধরনের পরিবর্তন আনা হলে এই অনুচ্ছেদটি আমরা হালনাগাদ করবো।

ব্রেক্সিট পরবর্তী সময়ে স্থায়ী হওয়া ইইউ নাগরিক হিসেবে আপনি কী কী অধিকার পাবেন?

সেটলড স্ট্যাটাস পেয়ে গেলে আপনি মোটামুটিভাবে এখন যে অধিকারগুলো পেয়ে থাকেন, সেগুলোই ধরে রাখতে পারবেন। আপনি যতদিন ইচ্ছা ইউকে -তে থাকতে পারবেন। আপনি ইউকে -তে কাজ করতে, এনএইচএস (NHS) ব্যবহার করতে, পড়াশোনা করতে এবং আপনি উপযুক্ত হয়ে থাকলে বেনিফিট ও পেনশনের মত সরকারি তহবিলে অ্যাক্সেস পাবেন। ইউকে -এর বাইরে বসবাস করতে থাকা পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরা এখনকার মতই ভবিষ্যতেও আপনার সাথে এসে থাকতে পারবেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সালের পর ভবিষ্যত স্বামী-স্ত্রী অথবা পরিবারের সদস্য, আপনার পরিবারে জন্ম নেওয়া অথবা দত্তক নেওয়া শিশু ব্যতীত তারা ইউকে'র ভবিষ্যত অভিবাসন আইনের অধীন হবে।

ইংল্যান্ডে কিছু অধিকার যেমন ভোট প্রদান কিংবা স্থানীয় বা আঞ্চলিক নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এখনও নিশ্চিত হয়নি। স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসে এখন এমন আইন করা হয়েছে যা স্থানীয়, স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্টে ও জাতীয় সংসদ ওয়েলস নির্বাচনে সব উপযুক্ত বিদেশী নাগরিকের ভোটের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

সেটলড স্ট্যাটাস পেয়ে যাওয়ার পরে আপনি চাইলে সেইসাথে বর্ধিত সময়ের জন্য ইউকে -এর বাইরে থাকতে পারবেন, তবে পাঁচ বছর বা তারচেয়ে বেশি সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকলে আপনি আপনার স্ট্যাটাস হারাবেন এবং কেবলমাত্র নতুন অভিবাসী হিসেবেই আপনি ফিরে আসতে পারবেন, যেক্ষেত্রে আপনার জন্য নতুন ইমিগ্রেশন আইনগুলো প্রযোজ্য হবে।

সেটলড স্ট্যাটাস সেইসাথে আপনাকে ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করারও সুযোগ করে দেয়, যদি আপনি সেটির শর্তাবলী পূরণ করে থাকেন। স্থায়ীভাবে বসবাস (পার্মানেন্ট রেসিডেন্স) করার অনুমোদন কাজে লাগিয়ে সেটি করার সুযোগটি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে উন্মুক্ত থাকবে।

ইএফটিএ'র জন্য আয়োজন (নরওয়ে, আইসল্যান্ডও লিখথেনস্টাইন) এবং সুইস নাগরিকরা আলাদা চুক্তির আওতায়, এইসব দেশে অবশ্য সব অধিকার প্রায় একই রকম। সুইস নাগরিকদের জন্য ফিরে আসার অধিকার পাঁচ বছর নয়, চার বছর।

ইউকে যদি বিনা চুক্তিতে ইইউ ত্যাগ করে তাহলে কী হবে?

যেহেতু সব দল প্রত্যাহার চুক্তি অনুমোদন করেছে সেহেতু এটা না হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। তবে, আমরা আপনাকে পরামর্শ দেই যে আপনি ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এর আগে ইইউ সেটলমেন্ট স্কীমে আবেদন করুন। যদিও 'অনুগ্রহকালীন সময়ে' ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আপনাকে আবেদন করতে দেবে তবে এখন পর্যন্ত এটা পরিষ্কার নয় যে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এর আগে ইউকে তে ইইউ নাগরিকদের মধ্যে বাড়ীর মালিক এবং কর্মচারীদের মধ্যে এবং এই সময়ের মধ্যে নতুন আগতদের কীভাবে পৃথক করা যেতে পারে। অত:পর তারা কাজ করা ও ভাড়া নেওয়ার উপযুক্ততার একমাত্র প্রমাণ হিসেবে ইইউ পাসপোর্ট গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারে। সেটলড স্ট্যাটাস অথবা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস আপনাকে এই নিশ্চয়তা দেবে যে আপনার চাকুরী ও ভাড়াটের অধিকার অস্বীকার করা হবে না।

সেটলড স্ট্যাটাস: আবেদনের প্রক্রিয়া

আমরা জোরালো সুপারিশ করছি যে আপনি ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের আগে আবেদন করুন যদিও আবেদনকারীরা ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ৩০ জুন ২০২১ তারিখের পরে পাওয়া আবেদনও হয়ত বিবেচনা করা হবে যেমন যদি আপনি একটি সেটলড স্ট্যাটাস অথবা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়া পরিবারে যোগ দেন।

নিচের নির্দেশিকাটি থেকে আপনার নিজের স্ট্যাটাস এবং আবেদন সম্পন্ন করতে হলে আপনার ও আপনার পরিবারের সদস্যদের কী করতে হবে, সে সম্পর্কে জানা যাবে।

আমরা নিয়মিতভাবে আমাদের কাছে তথ্য আসার সাথে সাথেই এই কেন্দ্রস্থল হালনাগাদ করবো।

আমি কি সেটলড স্ট্যাটাস অথবা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবো?

যদি আপনি ইউকে-তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাঁচ বছর অথবা তার চেয়ে বেশি সময় (এবং যে কোন 12 মাসের মধ্যে কমপক্ষে ছয় মাস), বসবাস করে থাকেন, তাহলে আপনি সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আপনাকে নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে, ইউকে-তে আপনার অবস্থানের সময়কালের স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাতে এবং কোনো অপরাধকর্মের বিপরীতে সাজা ভোগ করলে, সে সম্পর্কে জানাতে বলা হবে।

যদি ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ইউকে-তে আপনার অবস্থানের সময় পাঁচ বছরের কম হয়, তাহলে আপনি প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। নিরবিচ্ছিন্ন অবস্থানের সময় পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেলে আপনি সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

যদি আমার ইতোমধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ অথবা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাসের অনুমতি বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রবেশের অনুমতির স্ট্যাটাস থেকে থাকে তাহলে কী হবে?

সেটলড স্ট্যাটাস কার্যকারিতার দিক থেকে মূলত অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাসের অনুমতির মতই। যে সকল ব্যক্তিরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসের অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রবেশের অনুমতি পেয়েছেন, তাদের ইতোমধ্যেই ইউকে-তে থেকে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। তবে তারপরও তারা সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্যে

আবেদন করতে পারেন, যাতে করে পাঁচ বছর বাইরের কোন দেশে থাকার এবং পরিবারের উপযুক্ত সদস্যদের নিজের কাছে এনে রাখবার অধিকারের মত যে অতিরিক্ত অধিকারগুলো প্রত্যাহারের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো পাওয়া সম্ভব হয়। কিছু কিছু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেইসাথে আইএলআর-এর পরিবর্তে সেটলড স্ট্যাটাসের মাধ্যমে নিজের বসবাসের অধিকারটি তুলে ধরাটা সহজ মনে হতে পারে।

যে সকল ব্যক্তির কাছে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বৈধ কাগজপত্র রয়েছে, তাদের সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে; কারণ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ হতে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্ট্যাটাসটি অকার্যকর হয়ে যাবে। তবে তারপরও কাগজপত্রগুলোর প্রাসঙ্গিকতা থেকে যেতে পারে, যেমন, ব্রিটেনে জন্ম নেওয়া সন্তানদের জাতীয়তার প্রমাণ হিসেবে; সেজন্যই সেটি আপনার কাছে রেখে দিতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করার সময় আপনার অনির্দিষ্টকালের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি রয়েছে কিনা, সেটা চিহ্নিত করতে দিতে পারবেন।

যদি আপনি অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসের জন্য অনুমতি পেয়ে থাকেন এবং নিজের কাগজপত্র হারিয়ে ফেলা অথবা কোনোভাবে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে তার স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাতে না পারেন এবং যদি আপনি ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮ তারিখের পূর্বে ইউকে-তে এসে থাকেন, তাহলেও আপনি উইন্ড রাশ স্কিমের অধীনে আবেদন করতে পারবেন।

আপনাকে এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে, আপনি কখনোই ২ বছরের (অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসের অথবা প্রবেশ করার অনুমতিধারীদের ক্ষেত্রে) অথবা ৫ বছরের (স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতিধারীদের ক্ষেত্রে) বেশি সময়ের জন্য ইউকে-এর বাইরে ছিলেন না। তবে, ইউকে-এর বাইরে আপনার অবস্থানের সময়সীমার স্বপক্ষে কোনো ধরনের প্রমাণ দেখাতে হবে না।

নিজের অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলে, সবসময় স্বাধীন কোনো উৎস হতে আইনি পরামর্শ গ্রহণের চেষ্টা করবেন। লন্ডনে আপনার জন্য উপলভ্য রিসোর্সসমূহ সম্পর্কে আমাদের সহায়তা পরিষেবা পেজ হতে জানা যাবে।

এটি কি আইরিশ নাগরিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে?

আইরিশ নাগরিকদের ক্ষেত্রে ইউকে-তে তাদের বসবাসের অধিকার ইইউ-তে ইউকে-এর সদস্যপদের উপর নির্ভরশীল নয় এবং তারা ইউকে-তে বসবাস করা শুরু করা মাত্রই তাদের স্ট্যাটাস 'সেটলড' বলে বিবেচিত হবে। সেজন্যই এই স্কিমের অধীনে নতুন স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য তাদের আবেদন করতে হবে না, তবে তারা সেরূপ ইচ্ছে পোষণ করলে তাদেরকে বাদ রাখা হবে না। আইরিশ নাগরিকদের পরিবারের যে সকল সদস্য চলাচলের স্বাধীনতার অধীনে বসবাস করে আসছেন, তাদের সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

ইউকে-তে বসবাসরত আইরিশ নাগরিকদের পরিবারের যোগ্য সদস্যরা এই স্কিমের অধীনে সেটলড স্ট্যাটাস পেতে পারবেন, যদিও আইরিশ নাগরিকদের নিজেদের সেটি করতে হবে না।

আর সন্তানদের ক্ষেত্রে কী করা হবে?

পরিবারের সকল সদস্যদের আলাদা আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে, যদিও পিতা-মাতা অথবা অভিভাবকদেরই তাদের কেয়ারে থাকা সন্তানটির হয়ে আবেদনপত্রটি পূরণ করে দিতে হবে। ২১ বছরের কমবয়সী যে সকল সন্তানের বাবা-মার সেটলড স্ট্যাটাস রয়েছে, তারা আবেদন করার মাধ্যমে সেটলড স্ট্যাটাস পেতে পারবে, এমনকি যদি

তারা ইউকে-তে পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য বসবাস করে থাকে তবুও। পূর্ণাঙ্গ আবেদন জমাদান আবশ্যক, তবে যদি সন্তানের বাবা-মার কাছে তাদের নিরবিচ্ছিন্ন বসবাসের পক্ষে কোনো প্রমাণ থাকে, তাহলে তাদের উপর নির্ভরশীল সন্তানদেরও তা আছে বলে ধরে নেওয়া হবে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পরে আসা সকল সন্তানদের জন্যও সেটি প্রযোজ্য হবে।

পালক কেয়ারারের প্রযত্নে থাকা সন্তানদের ক্ষেত্রে আবেদনটি তারা যে কর্তৃপক্ষের প্রযত্নে রয়েছে তাদের মাধ্যমে করতে হবে।

ইউকে-তে জন্ম নেওয়া যে সকল সন্তানের বাবা-মায়ের মধ্যে একজন ইতোমধ্যেই ইউকে-এর নাগরিক হয়ে গিয়েছেন অথবা সন্তানের জন্মের আগেই স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি বা সেটলড স্ট্যাটাস পেয়েছেন, তারা ব্রিটিশ নাগরিক এবং তাদেরকে নেচারেলাইজ (naturalise)করাতে বা নিজেদের নিবন্ধন করাতে হবে না। কিছু। নিচের ঠিকানা হতে কোনো সন্তান ইতোমধ্যেই ব্রিটিশ কি না সে সম্পর্কে আপনি আরও তথ্য পেতে পারেন।

যে সকল সন্তানকে দত্তক নেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ইউকে স্বীকৃত দত্তক গ্রহণের আইনি কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পরে জন্ম নেওয়া বা দত্তক নেওয়া সন্তানরাও সুরক্ষা পাবে।

বিভিন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে সেটলড স্ট্যাটাস ও প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস কীভাবে প্রযোজ্য হবে, সে সম্পর্কে জানতে উদাহরণগুলো পড়ে দেখুন।

সেই সকল ব্যক্তিদের কী হবে, যাদের আরো সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে?

হোম অফিস এই সম্পর্কে অবগত রয়েছে যে, এই তথ্যে সকলের সহজে অ্যাক্সেস পাওয়া অথবা কোনোরূপ সহায়তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটি বোঝা বা ব্যবস্থাটি ব্যবহার করাটাকে অসম্ভবে পরিণত করার মত অনেক কারণই রয়েছে। তাদের কম্পিউটারে অ্যাক্সেস নাও থাকতে পারে অথবা কীভাবে তা ব্যবহার করতে হবে, তা নাও জানতে পারেন; তারা ইংরেজি ভাষা কম জানতে পারেন; তাদের প্রতিবন্ধীত্ব অথবা অন্য কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকতে পারে, যার ফলে আবেদনের প্রক্রিয়াটি সহজেই অথবা কোন ধরনের সহায়তা ছাড়াই সম্পন্ন করাটা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। যে সকল ব্যক্তি অনলাইন পরিষেবাতে প্রবেশ করতে পারবেন না, অথবা সেটি তাদের কাছে কঠিন মনে হবে; তাদের জন্য সহায়তামূলক ডিজিটাল পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে। সহায়তামূলক ডিজিটাল সহায়তার মধ্যে রয়েছে টেলিফোনে সহায়তা, নির্ধারিত কিছু লাইব্রেরিতে মুখোমুখি সহায়তা অথবা এই দুই প্রকার সহায়তায় প্রবেশাধিকার পেতে অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য বাড়িতে সহায়তা।

হোম অফিস ব্যবহারকারী গ্রুপগুলোর সাথে পরামর্শ করেছে যারা বিভিন্ন কমিউনিটিকে প্রতিনিধিত্ব করে, তবে এটা একটি বিশেষ উদ্বেগ এলাকা হিসেবে থেকে যাচ্ছে এবং আবেদনকারী ব্যক্তিগত অবস্থা ও পরিস্থিতিতে বিশেষ সহযোগিতার দাবী রাখে। হোম অফিস ৯ মিলিয়ন পাউন্ডের কমিউনিটি তহবিলের মাধ্যমে ৫৭ টি সংস্থাকে অর্থায়ন করছে যারা সেটলড স্ট্যাটাসের জন্য আবেদনের যোগ্যদের চিহ্নিত করেছে ও তাদের কাছে পৌঁছেছে এবং সাথে সাথে তাদেরকে আবেদন করার জন্য বিশেষ সহায়তা দিচ্ছে। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেন কেয়ারে থাকা লোকজন, যারা অনেকদিন ধরে হাসপাতালে রয়েছেন, বয়স্ক, একইভাবে ভ্রমণকারী সম্প্রদায় (রোমা) এবং যাদের নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নাই। লন্ডনে এই সহায়তা প্রদানের জন্য মেয়র ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সহায়তা প্রদান করেছেন।

এই বিষয়ে হোম অফিসের পক্ষ থেকে নিবেদিত হেল্প লাইন এবং অন্যান্য পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। সূচনালগ্নে আবেদন সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে ইইউ সেটেলমেন্ট স্কিম রেজোল্যুশন সেন্টারের (EU Settlement Scheme Resolution Centre) সাথে 0300 123 7379 (ইউকে-এর অভ্যন্তরে) অথবা +44 (0) 203 080 0010 (ইউকে-এর বাইরে হতে) নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে। www.gov.uk/call-charges ঠিকানায় প্রদেয় ফী ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। আপনি eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk ঠিকানাতে অনলাইনে জমা দেওয়ার ফর্মের মাধ্যমেও প্রশ্ন করতে পারেন।

আমরা লন্ডনে স্বাধীন সহায়তা ও পরামর্শ পরিষেবা চিহ্নিত করেছি, যা আপনার কাজে আসতে পারে।

আপনার দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে কী হবে?

ইইউ, ইইএ ও সুইস নাগরিকদের মধ্যে যাদের একইসাথে ব্রিটিশ পাসপোর্ট রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সবকিছু আগের মতই থাকবে। একজন ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে আপনি এখন যে অধিকারগুলো পাচ্ছেন, সেটলড স্ট্যাটাসের জন্য আবেদন না করেই আপনি সেই অধিকারগুলো পেতে থাকবেন। তবে প্রত্যাহারের খসড়া চুক্তিটিতে নির্ধারিত অধিকারগুলো আপনি হয়তো পেতেও পারেন; যদিও দ্বৈত নাগরিকদের সেগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের অধিকারের প্রমাণ কীভাবে করতে হবে, সে বিষয়ে ইউকে সরকার এখনো বিস্তারিত কিছু জানায়নি। পরের অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন।

আমি কি ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারি?

যদি আপনার কাছে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতির (পিআর) বৈধ কাগজপত্র থেকে থাকে অথবা যদি আপনি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাসের অনুমতি (আইএলআর) পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার পক্ষে হয়তো ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্যও আবেদন করা সম্ভব হতে পারে। সেটলড স্ট্যাটাস পেয়ে যাওয়ার পরেও আপনি তা করতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে সেটি জমা দেওয়ার পূর্বে আপনাকে ১২ মাস অপেক্ষা করতে হবে। তবে সব দেশই তাদের নাগরিকদের অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট গ্রহণের অনুমতি দেয় না অথবা দিলেও কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে তা দিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে নিজের বর্তমান নাগরিকত্ব হারাতে হতে পারে।

যদি আপনি ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য হয়ে থাকেন এবং সেটির জন্য আবেদন করতে চান, তাহলে আপনি নিজের মাতৃভূমির পাসপোর্টও সেই সাথে ধরে রাখতে পারবেন কি না এবং পারলেও সেক্ষেত্রে কী কী শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে; তা জেনে নেওয়ার জন্য নিজের দেশের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কীভাবে ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে সেটি এবং লন্ডনের ইইউ২৭ দূতাবাসগুলোর সাথে যোগাযোগের ঠিকানাগুলো জেনে নিন।

পরিবারের যে সকল সদস্য ইইউ, ইইএ-ভুক্ত অথবা সুইস নাগরিক নয় কিন্তু তাদের উপর নির্ভরশীল, তাদের ক্ষেত্রে কী হবে?

আপনার পরিবারের যে সদস্যটি ইইউ, ইইএ অন্তর্ভুক্ত অথবা সুইস নাগরিক, তার সাথে আপনার সম্পর্কের প্রমাণটি (উদাহরণ, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে অথবা সিভিল পার্টনারশীপ সনদ) স্ক্যান করে অনলাইন আবেদন ফর্মের সাথে পাঠানো যেতে পারে। আপনাকে সেইসাথে নিজের পরিবারের সদস্যটির পরিচয় ও আবাসনের প্রমাণ, যদি কিনা তারা নিজেরা এখনো সেটলড স্ট্যাটাস পেয়ে না থাকেন এবং আপনার আঙ্গুলের ছাপ ও আপনার মুখমণ্ডলের একটি ছবি ইউকে-এর

কোনো একটি আবেদন কেন্দ্রে জমা দিতে হবে, যদি কিনা আপনি নিজে এখনো বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স কার্ড পেয়ে না থাকেন।

যে সকল ইইউ, ইইএ অথবা সুইস নাগরিকগণ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের পূর্বে ইউকে-তে বসবাসরত থাকবেন, তাদের সাথে তাদের পরিবারের বর্তমান সদস্যরা এসে থাকতে পারবেন; এমনকি যদি তারা নিজেরা ইইউ, ইইএ অথবা সুইস নাগরিক নাও হয়ে থাকেন। নিজেদের জন্মভূমির নাগরিকত্বের পাশাপাশি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পরে ইইউ, ইইএ-ভুক্ত দেশের অথবা সুইস দেশের নাগরিক নন, পরিবারের এমন বর্তমান সদস্যদের নিজেদের কাছে এনে রাখার অধিকারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকবে। এক্ষেত্রে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য বলতে বুঝানো হচ্ছে তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের বাবা-মা, দাদা-দাদী/নানা-নানী সহ ২১ বছরের কমবয়সী সন্তানদের অথবা ২১ বছরের অধিক বয়সী, কিন্তু তাদের উপর নির্ভরশীল সন্তানদের। এক্ষেত্রে লাউনেস কেস (Lounes case) নামক একটি বিবেচনা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ইউকে-এর নাগরিকেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই অধিকার নাও পেতে পারেন।

যে সকল ব্রিটিশ নাগরিক(আইরিশরাসহ) ইইউ-তে নিজেদের চলাচলের অধিকার বজায় রাখার জন্য ইইউ, ইইএ-ভুক্ত অথবা সুইস কোনো দেশের পাসপোর্ট নিয়েছেন, কিন্তু এখনো ইউকে-তেই বসবাস করছেন; তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। যেহেতু তারা ইউকে-তে অভিবাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আসেননি এবং চুক্তির অধীনে যে সকল অধিকার তারা পাবেন, সেগুলোর প্রয়োগ তারা ঘটাননি, ফলে তাদেরকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবেই ধরে নেওয়া হবে।

আপনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ও আপনার পরিবারের সদস্যদের স্ট্যাটাস নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে আপনি স্বাধীন পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। লন্ডনের যে সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে আপনি স্বাধীন পরামর্শ চাইতে পারেন, সেগুলোর নাম এই লিংক থেকে জানা যাবে।

অস্থায়ীভাবে ইউকে-এর বাইরে বসবাস করতে থাকা ইইউ নাগরিকদের সম্পর্কে

অনির্দিষ্ট সময় বসবাসের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আপনাকে প্রদান করা অনুমোদনটি না হারিয়ে আপনি বর্তমানে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত ইউকে-এর বাইরে বসবাস করতে পারবেন। ইইউ ও ইউকে-এর মধ্যে হওয়া প্রত্যাহারের খসড়া চুক্তি অনুসারে সেটলড স্ট্যাটাসধারীদের জন্যে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করে পাঁচ বছর করা হবে।

যদি বর্তমানে আপনি বাইরের কোনো দেশে বসবাসরত থাকেন এবং আপনার ফিরে আসার ইচ্ছে থাকে, তাহলে সেটলড স্ট্যাটাস অথবা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদন করার সময় ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই সেটি করার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি এই তারিখের পূর্বে ফিরে আসতে না পারলেও অথবা আপনার ফিরে আসার দরকার না হলেও আপনার আবেদন করার যোগ্যতা থেকে যাবে। এখন আপনি আইডি ভেরিফিকেশন অ্যাপটি ব্যবহার করে দেশের বাইরে থেকে আবেদন করতে পারবেন। তবে যদি আপনি এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে সমর্থ না হন, তাহলে

আপনি যে দেশে রয়েছেন সেখান থেকে আপনার কাগজপত্র প্রেরণ করাটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে, এমনকি অসম্ভবও হতে পারে; যার ফলে আপনার পক্ষে আবেদন করা সম্ভব হবে না।

শেষ তারিখের পরে এসে পৌঁছানো ইইউ নাগরিকদের ক্ষেত্রে (ব্রেক্সিট পরবর্তী অভিবাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী)

যদি আপনি আবেদনের শেষ তারিখের পরে, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পরে এসে পৌঁছান; তাহলে ব্রেক্সিট পরবর্তী সময়ে নতুন করে কোনো আইনের প্রয়োগ করা শুরু হলে, সেটি অনুসারেই ইউকে-তে থাকার ক্ষেত্রে আপনার অধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। সে কারণেই ইউকে ও ইইউ যদি অন্য কোনো সমাধানের ক্ষেত্রে একমত হতে না পারে এবং আপনি যদি ইইউ, ইইএ-ভুক্ত অথবা সুইস কোনো দেশের সেটলড অথবা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস সম্পন্ন নাগরিকের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য না হয়ে থাকেন; তাহলে আপনাকে এই দেশে আসা অন্য যেকোনো দেশের নাগরিকের মতই গণ্য করা হবে এবং তখন অভিবাসন সংক্রান্ত প্রযোজ্য সংসদীয় আইনগুলোর প্রয়োগ ঘটানো হবে। তবে যে সকল ব্যক্তির প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু তারা আবেদন করার শেষ তারিখ পার হয়ে যাওয়ার আগে দেশে আসেননি; তাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হতে পারে।

এখন পর্যন্ত এখানে আমি যা পড়েছি, তার কোনোটির সাথেই আমাদের পরিবারের চালচিত্র সম্পূর্ণরূপে মিলে না। আমি কোথা থেকে এই বিষয়ে আরো পরামর্শ পেতে পারি?

শিশুরা অথবা কেয়ারারগণ ইউকে-তে বসবাস করছেন অথবা করেছেন, ইইউ-এর এমন নাগরিকদের মাধ্যমে অধিকার পেয়েছেন, অথবা যে সকল ক্ষেত্রে ইইউ-এর নাগরিকদের যে সকল কেয়ারারগণ নিজেরা ইইউ-এর কোনো দেশের নাগরিক নন, এমন ভিন্নতর কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে তারা ইউকে-এর ইউরোপিয়ান নাগরিকদের কাছ থেকে অধিকার পেতে পারেন। স্বাধীন চলাচল অনুচ্ছেদে উভয়টি সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে।

যদি এই সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোর কোনটি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, অথবা আপনি কোনো কারণে আপনার অথবা আপনার পরিবারের সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকেন, তাহলে স্বাধীন পরামর্শ গ্রহণ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার উপকারে আসতে পারে, লন্ডনের এমন সকল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থানের একটি তালিকা আমরা তৈরী করেছি।

আমি কীভাবে আবেদন করতে পারবো? (মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে, অনলাইনে, কাগজে-কলমে, লাইব্রেরিতে গিয়ে)

আবেদনের অংশ হিসেবে ইইউ সেটলমেন্ট স্কীমে পরিচয় পরীক্ষা করা জড়িত। আপনার আবেদনে ইইউ এক্সিট ব্যবহার হচ্ছে পরিচয় বিভাগ সম্পূর্ণ করার সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত উপায়: আইডি দলিল চেক অ্যাপ, যা বর্তমানে অ্যাপল আইফোন ৭ অথবা নতুন মডেল এবং অ্যান্ড্রয়েড ৬.০ এবং উপরের উভয়টিতে আছে। আপনি নিজের পাসপোর্ট স্ক্যান করতে পারবেন এবং এটি বায়োমেট্রিক ডাটা ধারণকারী চিপ রিড করতে পারবে।

কয়েকটি কেন্দ্রে আইডি ডকুমেন্ট স্ক্যান করার সেবাও পাওয়া যাচ্ছে (চার্জ প্রযোজ্য হতে পারে)।

হোম অফিস থেকে অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় ফর্ম পাওয়ার পর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে কাগজে আবেদন জমা দেওয়া যেতে পারে।

অনলাইন সার্ভিসে ঢুকতে অক্ষম ব্যক্তি অথবা যারা এটাকে কঠিন মনে করেন তাদেরকে একটি সহায়তাকারী ডিজিটাল সেবা দেওয়া হবে। সহায়তামূলক ডিজিটাল সহায়তার মধ্যে রয়েছে টেলিফোনে সহায়তা, নির্ধারিত কিছু লাইব্রেরিতে মুখোমুখি সহায়তা অথবা এই দুই প্রকার সহায়তায় প্রবেশাধিকার পেতে অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য বাড়িতে সহায়তা।

এক্ষেত্রে আমার কী কী কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্য প্রয়োজন হবে?

আপনার বৈধ পাসপোর্ট অথবা বায়োমেট্রিক জাতীয় পরিচয়পত্র লাগবে। যেকোনো বায়োমেট্রিক ডকুমেন্টের একটি করে চিপ থাকে (ব্যাংক কার্ডে যে চিপ থাকে, সেটির মত); যেটির মধ্যে আপনার সম্পর্কে তথ্য থাকে।

আপনাকে ইউকে-তে বসবাস করার স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাতে হবে, যদি কিনা ইতোমধ্যেই আপনার কাছে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতির অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসের অনুমতির অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য ইউকে-তে প্রবেশের অনুমতির বৈধ কাগজপত্র থেকে থাকে। যদি আপনি কাজের মধ্য দিয়ে কর পরিশোধ করে থাকেন অথবা বেনিফিট পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনি নিজের ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স নম্বরকে নিজের ইউকে-তে বসবাসের প্রমাণ হিসেবে প্রদান করতে পারেন।

যদি এইচএমআরসি (HMRC) অথবা ডিডব্লিউপি (DWP)-এর মত জাতীয় ডাটাবেজগুলো হতে পর্যাপ্ত তথ্য না থেকে থাকে, তাহলে নিজের নিরবিচ্ছিন্ন বসবাস প্রমাণে আপনাকে আরো প্রমাণ দেখাতে বলা হবে। যেগুলোর মধ্যে থাকতে পারে:

- P60 অথবা P45
- পেস্লিপ
- ব্যাংক স্টেটমেন্ট
- ইউটিলিটি বিল, কাউন্সিল ট্যাক্স বিল, ফোনের বিল (মোবাইল ও ল্যান্ডলাইনের, যদি কিনা সেগুলোতে আপনার নাম ও ঠিকানা থেকে থাকে)
- ব্যবসার বার্ষিক বিবরণী
- চাকরির চুক্তি অথবা চাকরি নিশ্চিত করে প্রেরণ করা চিঠি
- স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রেরণ করা চিঠি, ইনভয়েস অথবা সনদ
- ইউকে-এর সীমান্ত দিয়ে আপনার প্রবেশ নিশ্চিত করে পাসপোর্টে প্রদান করা সিলমোহর
- ইউকে-তে আপনার ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য বিমানের বা ট্রেনের টিকেট
- কেয়ার সেন্টার, জিপিসমূহ (GP) অথবা হাসপাতালের চিঠিসহ চিকিৎসকের সাথে আপনার করা অ্যাপয়েন্টমেন্ট

বর্তমানে স্ক্যান করে আপলোড করা যায় এমন কাগজপত্রের সংখ্যাতে সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব না হলে হোম অফিস আবেদনকারীকে সেগুলো জমা দেওয়ার জন্য ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা করে দিবে; যদিও এই ব্যবস্থাগুলো আলাদা আলাদা ধরনের হয়ে থাকে। ইউকে-তে আপনার অবস্থানের পূর্ণ সময়কালের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র যেটুকু সময়ের প্রমাণ দিলে সেটলড বা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতার প্রমাণ হবে; সেটুকুর জন্যই আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে।

আপনি ইইউ-ভুক্ত দেশগুলো, অন্য তিনটি ইইএ দেশগুলোর কোনোটি অথবা সুইজারল্যান্ড বাদে অন্য কোনো দেশের হলে আপনার পরিবারের যে সদস্যটি ইইউ, ইইএ-ভুক্ত দেশের অথবা সুইজারল্যান্ডের নাগরিক; তার সাথে আপনার সম্পর্কের প্রমাণ দেখাতে হবে।

হোম অফিসের পক্ষ হতে জানানো হয়েছে যে, আপনি আপনার বসবাসের পক্ষে আর কোনো ধরনের প্রমাণ দেখাতে না পারলে ইউকে-তে আপনার বসবাসের স্ট্যাটাস নির্ধারণের জন্য আপনাকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে যোগাযোগ করা হবে।

নিচের ঠিকানায় কাগজপত্র ও তথ্যের একটি দরকারি চেকলিস্ট পাওয়া যাবে, যেটা আপনি আবেদন করার প্রস্তুতি নেওয়ার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

অপরাধকর্ম সম্পর্কে যাচাই

আপনাকে আপনার অথবা ১৮ হতে ২১ বছর বয়সী যে সন্তানের জন্য আপনি আবেদন করছেন, তার সম্পর্কে ইউকে ও অন্য কোনো দেশের অপরাধ বিবরণীতে থাকা শাস্তির কথা জানানোর জন্য বলা হবে। সেগুলো ইউকে-এর অপরাধ সম্পর্কিত ডাটাবেজের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। নিচের ক্ষেত্রগুলোতে আপনাকে তা জানাতে হবে না: যে সকল শাস্তির কথা না জানালেও চলে (‘খারিজ করা শাস্তি’), সতর্কতা (‘সাবধান বার্তা’), শাস্তির বিকল্প সমূহ, যেমন, নির্ধারিত গতির চেয়ে বেশি গতিতে গাড়ি চালানোর কারণে হওয়া জরিমানা।"

যদি আপনি পূর্বে শাস্তি পেয়েও থাকেন, তাহলেও হয়তো আপনি সেটলড অথবা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হতে পারেন এবং তা সকল আবেদনের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হবে। তবে এক্ষেত্রে আবেদন করার আগে স্বাধীন আইনি পরামর্শ গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে; বিশেষত: যদি কিনা আপনি একাধিকবার শাস্তি পেয়ে থাকেন অথবা শাস্তি হিসেবে ১২ মাস বা তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য আইনি হেফাজতে থেকে থাকেন। আমরা নিচের ঠিকানায় স্বাধীন আইনি পরামর্শকদের একটি তালিকা প্রদান করেছি।

এতে কি কোনো খরচ হবে?

স্কিমের জন্য আবেদন বিনামূল্যে করা যায়।

সরকার যদিও প্রথমদিকে ঘোষণা দিয়েছিলো যে, কিছু অর্থ ফি হিসেবে প্রদান করতে হবে (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য £৬৫ এবং ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য £৩২.৫০)। তবে ২১শে জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে হাউজ অফ কমনস-এ প্রদান করা এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী জানান যে, প্রযোজ্য ফি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এবং এখন হতে বিনা মূল্যেই আবেদন করা যাবে। উক্ত ঘোষণার পূর্বেই যারা এই স্কিমের অধীনে স্ট্যাটাস প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদেরকে ফি হিসেবে প্রদান করা অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

তবে এই প্রক্রিয়ার অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রে এখনো অর্থ প্রদান করতে হতে পারে, যেমন, নির্ধারিত সেন্টারগুলোতে কাগজপত্রের ব্যবহার ও আইডি যাচাই পরিষেবা ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে সাধারণত £১৪-এর মত অর্থ প্রদান করতে হয়। আবেদনকারীদের মধ্যে কারো কারো অভিবাসন ও আইনি পরামর্শ গ্রহণের পাশাপাশি ইউকেভিসিএএস (UKVCAS) ব্যবহার করতে হবে, যদি কিনা নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে তার দরকার পড়ে।

অতিরিক্ত তথ্য

দেশের বাইরে থেকে করা আবেদন

এখন হতে আইডি স্ক্যানিং অ্যাপ ও অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের বাইরে থেকেও আবেদন করা যাবে। যদি আপনি আপনার পাসপোর্ট বা আইডি কার্ডটি স্ক্যান করতে সমর্থ না হয়ে থাকেন, তাহলে সেগুলো হোম অফিসে পাঠাতে বলা হতে পারে। তবে স্থানীয় আইনে ডাক যোগে আইডির কাগজপত্র পাঠানোর অনুমতি রয়েছে কি না, তা যাচাই করে নিন এবং এই বিষয়ে সন্দেহ থাকলে ইইউ সেটেলমেন্ট রেজোল্যুশন সেন্টারে যোগাযোগ করুন।

সেটলড স্ট্যাটাস/প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস প্রাপ্তির কোনো প্রমাণ আমি হাতে পাবো কি?

আপনি সেটলড স্ট্যাটাস পেয়ে গেলে, সেটি প্রমাণ করার জন্য আপনাকে কোনো কাগজ দেখাতে হবে না। তবে কখনো যদি আপনাকে নিজের স্ট্যাটাসের স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাতে হয়, যেমন ধরুন, নতুন চাকরিদাতার কাছে, বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য বাড়িওয়ালার কাছে অথবা কোনো হেলথ প্র্যাকটিশনারের কাছে দেওয়ার জন্য; তাহলে আপনি তাদেরকে একটি অ্যাক্সেস কোড ও ওয়েব লিংক দিয়ে দিতে পারবেন, যেটি দিয়ে তারা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় আপনার স্ট্যাটাস দেখে নিতে পারবেন। এই লিংক দিয়ে তারা আপনার সম্পর্কিত অন্য কোনো তথ্যে অ্যাক্সেস পাবেন না।

আমি কি হোম অফিসের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অ্যাপিল করতে পারি?

হোম অফিসের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনি কেন অ্যাপিল করবেন তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে:

- আপনাকে প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনি সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার যোগ্য;
- আপনি বিশ্বাস করেন যে হোম অফিস আপনার পরিচিতির ব্যাপারে ভুল করেছে; অথবা
- আপনার সেটলড স্ট্যাটাস অথবা প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে

ইইউ সেটলমেন্ট স্কীমে ঐতিহ্যবাহী কোন অ্যাপিল প্রক্রিয়া নেই, যেমন কোন ট্রাইব্যুনাল অথবা স্বাধীন অভিযোগ সংস্থার মাধ্যমে। তবে উপরোক্ত যেকোনোটা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে আপনার অবশ্য কিছু জিনিস করার আছে।

আপনাকে যদি প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস দেওয়া হয় কিন্তু আপনি মনে করেন আপনি সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার উপযুক্ত, তাহলে আপনাকে দেওয়া হোম অফিসের সেবা গ্রহণ করবেন কিনা সেটা আপনি প্রথমেই নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন। আপনার আবেদনের শুরুতে আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনি কতদিন অব্যাহতভাবে ইউকেতে বসবাস করেছেন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি সেটলড স্ট্যাটাস পাবেন তাহলে সাধারণত: আপনার প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস গ্রহণ করা উচিৎ না: বদলে প্রথমেই ৫ বছরের বেশী আপনার অব্যাহতভাবে বসবাসের অতিরিক্ত প্রমাণ প্রদান করার চেষ্টা করুন।

এই পর্যায়ে অতিরিক্ত প্রমাণ যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনি প্রথম দৃষ্টান্তের মত প্রি-সেটলড স্ট্যাটাস গ্রহণ করা পছন্দ করতে পারেন। যদি আপনি বসবাসের আরো প্রমাণ পান তাহলে আপনি সেটলড স্ট্যাটাসের জন্য আবেদন করতে পারেন। এটা করার পূর্বে আপনার একজন অভিবাসন উপদেষ্টার সাথে অথবা হোম অফিসে ইইউ সেটেলমেন্ট স্কিম রেজুলেশন সেন্টারের সাথে পরামর্শ করা উচিৎ।

বিকল্প হিসেবে সিদ্ধান্তের একটি পর্যালোচনার জন্য আপনি আবেদন করতে পারেন। যদি পরিচিতির ক্ষেত্রে কোন ভুল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন তাহলে এটাও একটি মামলা। এটিকে বলা হয়ে থাকে প্রশাসনিক পর্যালোচনা। সিদ্ধান্তের তারিখের ২৮ দিনের মধ্যে একটি অনুরোধ জমা দিতে হবে। £৮০ ফি দিতে হবে তবে তা আবার ফেরত দেওয়া হবে যদি: ক)আবেদন সফল হয় অথবা খ) যদি আবেদন অকার্যকর বলে প্রত্যাখ্যাত হয়। অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করায় আপনার পর্যালোচনা যদি সফল হয় তাহলে ফি ফেরত দেওয়া হবে না আবেদন ফর্মের মাধ্যমে আপনি একটি পর্যালোচনার অনুরোধ জানাতে পারেন।

এ পর্যন্ত, হোম অফিস শুধুমাত্র 'উপযুক্ততার' ভিত্তিতে সে সব আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে যাদের মারাত্মক অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা রয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে একমাত্র আইনি পর্যালোচনার মাধ্যমে হোম অফিসের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। যদি এটা আপনার জন্য প্রযোজ্য হয় তাহলে আপনার স্বাধীন আইনি পরামর্শ চাওয়া উচিৎ।

একটি চুক্তির আওতায় ইউকে যদি ইইউ ত্যাগ করে তাহলে অ্যাপিল করার একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধিবদ্ধ অধিকার প্রদান করা হবে বলে আশা করা যায়। এখন এটা অবশ্য পরিষ্কার নয়, আরো তথ্য আসার সাথে সাথে আমরা এই পাতা আপডেট করবো।

পরিশেষে, প্রক্রিয়া তদারক করা প্রত্যাহারের খসড়া চুক্তিতে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইউরোপিয়ান কমিশন তদারকি অব্যাহত রাখবে। আগে উল্লেখিত অ্যাপিলের সংবিধিবদ্ধ অধিকারের মত একইভাবে আরো তথ্য এলে আমরা এই পাতাগুলো আপডেট করবো।

সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার পরে তা ধরে রাখার শর্ত সমূহ

আপনার সেটলড স্ট্যাটাস বজায় রাখতে হলে আপনি একটানা পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য ইউকে-এর বাইরে থাকতে পারবেন না অথবা গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হতে পারবেন না। অন্যথায় আমাদের জানামতে, নিজের সেটলড স্ট্যাটাস বজায় রাখার ক্ষেত্রে এবং এখনকার মতই ইউকে-তে বসবাস চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সামনে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

ভবিষ্যৎ অধিকারসমূহ

এটি অনেকটাই ইউকে ও ইইউ-এর মধ্যে হওয়া বন্দোবস্তের চূড়ান্ত রূপের এবং তত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষের জন্য সমর্থিত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করবে, তবে আপনি যে অধিকারগুলো পাবেন, সেগুলো ইউকে-এর আইনের অংশ হবে। প্রত্যাহারের চুক্তিটিই এই বিষয়ে সৃষ্ট যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর ভিত্তি গড়ে দিবে। এই বিষয়ে আরো তথ্য জানা মাত্রই আমরা এই অনুচ্ছেদটি হালনাগাদ করবো।

লন্ডনে বসবাসকারী ইউরোপের অধিবাসীদের জন্য সহায়তা পরিষেবা

এই কেন্দ্রস্থল ইইউ২৭-ভুক্ত দেশগুলোর এবং নরওয়ে, আইসল্যান্ড, লিখথেনস্টাইন ও সুইজারল্যান্ডের নাগরিক ও লন্ডনে বসবাসরত তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাধীন পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

যার লক্ষ্য হচ্ছে আপনাকে সেটলড স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবেদনের প্রস্তুতিতে সহায়তা করা। এই পৃষ্ঠায় থাকা তথ্যের বাইরেও কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে আপনি অধিকতর সহায়তা ও তথ্যের নির্ভরযোগ্য, স্বীকৃত ও বিশ্বস্ত উৎসে অ্যাক্সেস পেতে আমাদের দেওয়া সহায়তা পরিষেবা প্রদানকারীদের তালিকাটি দেখে নিতে পারেন।

সেইসাথে আমাদের পক্ষ হতে দেওয়া একটি শব্দকোষও এখানে রয়েছে, যা এই কেন্দ্রস্থলের কিছু কিছু শব্দ বোঝার জন্য আপনার উপকারে আসবে। এই তথ্য আইনি পরামর্শের সমতুল্য নয় এবং সম্পূর্ণরূপে এটির উপর নির্ভর করা উচিত হবে না।

এর পাশাপাশি আপনি হোম অফিসের তথ্য প্রদান সাইটের হালনাগাদের জন্যও সাইন আপ করতে পারেন।